২০২৫ ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্ট অনুসারে, ভারতের ২০.৩ লক্ষ পুলিশ বাহিনীতে ১,০০০-এরও কম মহিলা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রয়েছে

দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি শীর্ষস্থান দখল করে, কর্ণাটক প্রথম স্থান ধরে রেখেছে

কিছু উন্নতি:

- ৭৮% পুলিশ স্টেশনে মহিলা হেল্প ডেস্ক রয়েছে
- জেলা বিচার বিভাগে নারীর অংশগ্রহণ ৩৮%
- ৮৬% কারাগারে এখন ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা রয়েছে
- ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে আইনি সহায়তার জন্য মাথাপিছু ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৬.৪৬ টাকায় পৌঁছেছে

কিন্তু, জাতীয়ভাবে, স্থায়ী ঘাটতি:

- কোনও রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলই অঞ্চল পুলিশে মহিলাদের জন্য তাদের নিজস্ব সংরক্ষিত কোটা পূরণ করে না
- জেলা বিচার বিভাগের মধ্যে, তফসিলি উপজাতিদের অংশ ৫% এবং তপশিলি জাতিদের ১৪%
- পুলিশের মধ্যে, তফসিলি উপজাতিদের অংশ ১২% এবং তফসিলি জাতিদের ১৭%
- প্যারালিগ্যাল স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা রেকর্ড সর্বনিম্ন; গত ৫ বছরে ৩৮% কমেছে
  সারা দেশে কারাগার জুড়ে মাত্র ২৫ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোরোগ বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায়

১৫ই এপ্রিল, নিউদিল্লি: ২০২৫ সালের ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্ট (আইজেআর), দেশের ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতের একমাত্র র‍্যাঙ্কিং, আজ প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশ করেছে যে **ভারতের ২০.৩ লক্ষ শক্তিশালী পুলিশ বাহিনীতে** সুপারিনটেনডেন্ট এবং ডিরেক্টর-জেনারেলের মতো **উচ্চপদস্থ পদে ১০০০ এরও কম মহিলা অফিসার রয়েছেন।** নন-আইপিএস অফিসার সহ, এই সংখ্যা ২৫,০০০-এর কিছু বেশি। নন-আইপিএস পদমর্যাদার মহিলা অফিসাররা মোট ৩.১ লক্ষ অফিসারের মাত্র ৮%, যার মধ্যে ৯০% মহিলা পুলিশ কনস্টেবল রয়েছেন।

আইজেআর, একটি অনন্য পর্যায়ক্রমিক রিপোর্ট, **কর্ণাটককে সামগ্রিকভাবে প্রথম স্থান দিয়েছে**, রাজ্যটি ১৮টি বড় ও মাঝারি আকারের রাজ্যগুলির (প্রতিটি এক কোটিরও বেশি জনসংখ্যা সহ) মধ্যে রাজ্যটি তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এর পরেই রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, ২০২২ সালে পঞ্চম থেকে উঠে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে, তেলেঙ্গানা (২০২২ র‍্যাঙ্কিং: তৃতীয়), এবং কেরালা (২০২২ র‍্যাঙ্কিং: ষষ্ঠ)।

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় চারটি স্তম্ভ জুড়ে ভাল পারফরম্যান্সের কারণে **দক্ষিণের পাঁচটি রাজ্যের র‍্যাঙ্কিংয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে। কর্ণাটকই একমাত্র রাজ্য যেখানে পুলিশ** (কনস্টেবল এবং অফিসার স্তরে) **পাশাপাশি জেলা বিচার বিভাগ উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণের কোটা (তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী) পূরণ করেছে।** কেরালায় হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে সবচেয়ে কম শূন্যপদ রয়েছে। তামিলনাড়ু সর্বনিম্ন রোগী (৭৭%) সহ কারাগারে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করে, জাতীয় গড় ১৩১% এরও বেশি)। তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ অন্যান্য রাজ্যকেও ছাড়িয়ে গেছে, বিশেষ করে পুলিশের ক্ষেত্রে, এই স্তম্ভের ক্ষেত্রে যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

সিকিম (২০২২ র‍্যাঙ্কিং: ১ম), সাতটি ছোট রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে (প্রতিটি জনসংখ্যা এক কোটিরও কম), তারপরে হিমাচল প্রদেশ (২০২২: ষষ্ঠ) এবং অরুণাচল প্রদেশ (২০২২: ২য়)। অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে, **আইজেআর ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে, বিহার সবচেয়ে বেশি উন্নতি রেকর্ড করেছে,** তারপরে ছত্তিশগড় এবং ওড়িশা। উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডও উন্নতির স্কোরকার্ডে হরিয়ানা, তেলেঙ্গানা এবং

গুজরাট সহ অন্যান্য ৭টি রাজ্যের চেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে (*দেখুন: ইনফোগ্রাফিক্সে উন্নতির স্কোরকার্ড*)।

পুলিশে নারীরা: তারা কোথায়?

- পুলিশে মোট ২,৪২,৮৩৫ জন মহিলার মধ্যে ৯৬০ জন আইপিএস পদে রয়েছেন (মোট ৭৪৫০ জন: ডিআইজি, ডিজি, আইজি, এআইজিপি, অ্যাডল এসপি, এডিএলএসপি/ ডেপুটি কমিশনার)
- **২৪, ৩২২** জন মহিলা নন আইপিএস পদের মধ্যে রয়েছেন (মোট ৩,১০,৪৪৪ জন: ডিএসপি, ইন্সপেক্টর, এসআই এবং এএসআই)
- **১০০৩** ডিএসপি হলেন মহিলা (মোট ১১,৪০৬: ডিওয়াইএসপি)। মধ্যপ্রদেশে সর্বাধিক সংখ্যক ডিএসপি রয়েছে: ১৩৩ জন।
- **২, ১৭,৫৫৩** কনস্টেবলে মহিলা (মোট ১৭,২৪,৩১২ জন: হেড কনস্টেবল এবং কনস্টেবল)

ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্ট (আইজেআর) প্রথম টাটা ট্রাস্ট দ্বারা শুরু হয়েছিল, ২০১৯ সালে প্রথম র‍্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়েছিল। সেন্টার ফর সোশ্যাল জাস্টিস, কমন কজ, কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ, ডাকশ, টিআইএসএস-প্রয়াস, বিধি সেন্টার ফর লিগ্যাল পলিসি এবং আইজেআর-এর ডেটা পার্টনার হাউ ইন্ডিয়া লাইভস সহ অংশীদারদের সহযোগিতায় এটি প্রতিবেদনের চতুর্থ সংস্করণ।

ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, **বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) মদন বি. লোকুর** মন্তব্য করেন, *"ন্যায়বিচার প্রাপ্তির শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন একজন ব্যক্তির সিস্টেমের সাথে প্রথম প্রথম মুখোমুখি হয়। সম্মুখসারির বিচার প্রদানকারীদের যথাযথভাবে সজ্জিত ও প্রশিক্ষণ দিতে আমাদের ব্যর্থতার সাথে - পুলিশ স্টেশন, প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবক এবং জেলা আদালত সহ আইনী সহায়তা অভিনেতারা - আমরা জনসাধারণের আস্থা ভঙ্গ করি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য সমান ন্যায়বিচারের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে মূর্ত করে তোলা। আমাদের সমগ্র বিচার কাঠামোর শক্তি যোগাযোগের এই সমালোচনামূলক প্রথম পয়েন্টগুলির উপর নির্ভর করে। ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্টের চতুর্থ সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্পদের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ না দেওয়ার কারণে উন্নতি খুব কম এবং অনেক দূরে। হায়, বিচার চাওয়া ব্যক্তির উপর দায় অব্যাহত থাকে, এটি সরবরাহ করার জন্য রাষ্ট্র নয়।"*

মিসেস মায়া দারুওয়ালা, চিফ এডিটর, ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্ট, বলেন, *"ভারত যখন একটি গণতান্ত্রিক, আইনের শাসনের দেশ হওয়ার একশো বছরের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন আইনের শাসন এবং সমান অধিকারের প্রতিশ্রুতি অস্পষ্ট থেকে যাবে, যদি না একটি সংস্কারকৃত বিচার ব্যবস্থার দ্বারা লিখিত হয়। সংস্কার ঐচ্ছিক নয়। এটা জরুরি। একটি সুসম্পর্কিত প্রতিক্রিয়াশীল বিচার ব্যবস্থা একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা যা প্রতিটি নাগরিকের জন্য উপলব্ধ একটি দৈনন্দিন বাস্তবতা হিসেবে অনুভব করা উচিত।"*

২৪ মাসের কঠোর পরিমাণগত গবেষণার মাধ্যমে, আইজেআর ২০২৫, পূর্ববর্তী তিনটির মতোই, কার্যকরভাবে বাধ্যতামূলক পরিষেবা প্রদানের জন্য **তাদের বিচার প্রদান কাঠামোকে সক্ষম করার** ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির পারফরম্যান্সকে ট্র্যাক করেছে। কর্তৃত্বপূর্ণ সরকারি উৎস থেকে সর্বশেষ সরকারী পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে, এটি **ন্যায়বিচার প্রদানের চারটি স্তম্ভ - পুলিশ, বিচার বিভাগ, কারাগার এবং আইনী সহায়তার** অন্যথায় নীরব তথ্য একত্রিত করে। প্রতিটি স্তম্ভকে রাষ্ট্রের নিজস্ব ঘোষিত মান এবং মানদণ্ডের বিপরীতে বাজেট, মানবসম্পদ, কাজের চাপ, বৈচিত্র্য, অবকাঠামো এবং প্রবণতা (পাঁচ বছরের সময়কালে উন্নতি করার অভিপ্রায়) প্রিজমের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এই সংস্করণটি ২৫ টি রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সক্ষমতাও পৃথকভাবে মূল্যায়ন করে (*আরও তথ্যের জন্য এসএইচআরসি সংক্ষিপ্ত দেখুন*) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মধ্যস্থতা এবং ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেস সম্পর্কিত প্রবন্ধ নিয়ে গঠিত।

১৮টি বড় ও মাঝারি আকারের রাজ্যের র‍্যাঙ্কিং (স্থান) হল:

রাজ্য	র‍্যাঙ্ক ২০২৫	র‍্যাঙ্ক ২০২২
কর্ণাটক	১	১
অন্ধ্রপ্রদেশ	২	৫
তেলেঙ্গানা	৩	৩
কেরালা	৪	৬
তামিলনাড়ু	৫	২
ছত্তিশগড়	৬	৯
মধ্যপ্রদেশ	৭	৮
ওড়িশা	৮	১১
পাঞ্জাব	৯	১০
মহারাষ্ট্র	১০	১২
গুজরাট	১১	৪
হরিয়ানা	১২	১৩
বিহার	১৩	১৬
রাজস্থান	১৪	১৫
ঝাড়খণ্ড	১৫	৭
উত্তরাখণ্ড	১৬	১৪
উত্তরপ্রদেশ	১৭	১৮
পশ্চিমবঙ্গ	১৮	১৭

সাতটি ছোট রাজ্যের র‍্যাঙ্কিং হল:

রাজ্য	র‍্যাঙ্ক ২০২৫	র‍্যাঙ্ক ২০২২
সিকিম	১	১
হিমাচল প্রদেশ	২	৬
অরুণাচল প্রদেশ	৩	২
ত্রিপুরা	৪	৩
মেঘালয়	৫	৪
মিজোরাম	৬	৫
গোয়া	৭	৭

উৎসাহজনক উন্নতি, কিন্তু ক্রমাগত ঘাটতি:

শূন্যপদ:

বিচার বিভাগ: ১.৪ বিলিয়ন মানুষের জন্য, ভারতে ২১,২৮৫ জন বিচারক আছেন, অর্থাৎ **প্রতি মিলিয়ন জনসংখ্যায় প্রায় ১৫ জন বিচারক রয়েছে।** এটি ১৯৮৭ সালের আইন কমিশনের সুপারিশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম, যেখানে প্রতি মিলিয়ন জনসংখ্যায় ৫০ জন বিচারক ছিলেন। **হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে শূন্যপদ ৩৩% এবং জেলা বিচার বিভাগে ২১%।** এর অর্থ বিচারকদের জন্য, বিশেষ

করে হাইকোর্টগুলিতে, কাজের চাপ যথেষ্ট বেশি। উদাহরণস্বরূপ, এলাহাবাদ এবং মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে, বিচারক পিছু মামলার পরিমাণ ১৫,০০০। জাতীয়ভাবে, জেলা আদালতগুলিতে, **প্রতি বিচারকের** জন্য গড়ে কাজের চাপ **২,২০০টি।**

পুলিশ: **২৮% অফিসার শূন্যপদ এবং কনস্টেবলদের মধ্যে ২১% শূন্যপদ থাকায়**, জাতীয় পুলিশ জনসংখ্যার অনুপাত ৮৩১। প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ২২২ জন পুলিশ কর্মী থাকলেও, ভারতে **প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় মাত্র ১২০ জন পুলিশ রয়েছে**(প্রকৃত শক্তি অনুযায়ী)।

কারাগার: **অফিসারদের মধ্যে ২৮%, ক্যাডার স্টাফে ২৮% এবং সংশোধনাগারের কর্মীদের মধ্যে ৪৪%** শূন্যপদ থাকায় কারাগারের কর্মীদের মধ্যে উচ্চ শূন্যপদ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। **মেডিকেল অফিসারদের মধ্যে ৪৩% শূন্যপদ** রয়েছে। যেখানে মডেল প্রিজন ম্যানুয়াল (২০১৬) বন্দী- চিকিৎসকের অনুপাতকে ৩০০ জন বন্দী প্রতি ১ জন ডাক্তার হিসেবে মানদণ্ড দেয়, তবে ভারতের জাতীয় **গড় প্রতি ডাক্তারের ৭৭৫ জন বন্দী।** বাস্তবে, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি বৃহৎ রাজ্যে ১,০০০ জনেরও বেশি বন্দির জন্য একজন চিকিৎসক ছিলেন।

ফরেনসিক: ফরেনসিকের মধ্যে, **প্রশাসনিক কর্মীদের শূন্যপদ ৪৭%,** এবং **বৈজ্ঞানিক কর্মীদের ৪৯%।**

প্যারালিগ্যাল স্বেচ্ছাসেবক বা পিএলভি: ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে কমিউনিটি-ভিত্তিক পিএলভিগুলির **সংখ্যা ৩৮% হ্রাস পেয়েছে**, তামিলনাড়ু, রাজস্থান এবং পাঞ্জাব সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে। এখন **প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় মাত্র ৩ জন পিএলভি** রয়েছে। জাতীয়ভাবে, ৫৩,০০০ এরও বেশি প্রশিক্ষিত পিএলভিগুলির মধ্যে, **মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রকৃতপক্ষে মোতায়েন করা হয়েছিল।**

<u>পরিকাঠামো:</u>

কিছু পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার উন্নতি হয়েছে, যেমন **ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা সহ কারাগারের অংশ বৃদ্ধি (৮৬%), আদালতের ঘাটতি** সামান্য হ্রাস **(১৪.৫%), সিসিটিভি সহ পুলিশ স্টেশনগুলির অংশ** বৃদ্ধি **(৮৩%)** এবং **প্রতি কারাগারে আইনী পরিষেবা ক্লিনিক** (১,৩৩০টি কারাগারে ১,২১৫টি ক্লিনিক)। **গ্রামে আইনি পরিষেবা ক্লিনিকের** সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে (২০১৭ সালে প্রতি ক্লিনিকে ৪২টি গ্রাম ছিল, যা ২০২৪ সালে মাত্র ১৬৩টিতে দাঁড়িয়েছে)। সারা ভারতে, ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারির মধ্যে, **গ্রামীণ পুলিশ স্টেশনের** সংখ্যা ৭৩৫টি কমেছে, যেখানে **শহরাঞ্চলীয় পুলিশ স্টেশনের** সংখ্যা ১৯৩টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয়ভাবে কারাগারগুলোতে পরিকাঠামোগত ঘাটতি দৃশ্যমান। ভারতের কারাগারগুলি অতিরিক্ত বন্দী রয়েছে, **জাতীয় গড় দখলের হার ১৩১% এরও বেশি।** ২০২২ সালের হিসাবে, উত্তর প্রদেশের প্রতি ৩টি কারাগারের মধ্যে ১টিতে ২৫০% এর বেশি বন্দী থাকার হার রেকর্ড করা হয়েছে। বর্তমান হারে অব্যাহত থাকলে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের কারাগারে বন্দির সংখ্যা ৬.৮ লক্ষে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেখানে বর্তমান ক্ষমতার হারে এর কারাগারের ধারণক্ষমতা ৫.১৫ লক্ষে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বন্দিদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি (৭৬%) বিচারাধীন বন্দী। বিচারাধীন বন্দীদের একটি বড় অংশ কারাগারে বেশি সময় কাটাচ্ছে, যেখানে ৩-৫ বছরের মধ্যে কারাগারে থাকা ব্যক্তিদের অংশ ২০১২ সালের ৩.৪% থেকে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ২০২২ সালে ৬% হয়েছে। এছাড়াও, যারা ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাগারে কাটিয়েছেন তাদের সংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে, যা একই সময়ের মধ্যে ০.৮% থেকে ২.৬% হয়েছে।

ইউটিআরসিগুলির পারফরম্যান্স: ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে তথ্য রাজ্য জুড়ে পারফরম্যান্সে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য প্রকাশ করে। কমিটিগুলি সারা দেশে প্রায় ২.৫ লক্ষ বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করেছে, যার গড় মুক্তির হার ৪৭ শতাংশ।

বৈচিত্র্য:

তপশিলি জাতি/ তপশিলি উপজাতি/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী: পুলিশের ৫৯% তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বিভাগের কর্মীদের নিয়ে গঠিত। তবে পদমর্যাদার দিক থেকে উচ্চ বৈষম্য রয়েছে। যদিও **কনস্টেবলের ৬১%** তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বর্ণ শ্রেণীর কর্মীদের নিয়ে গঠিত, তবুও **ডিএসপি-র** মতো ঊর্ধ্বতন পদে তাদের অংশ **১৬%-এ নেমে আসে।**

বিচারপতি: জেলা বিচার বিভাগে, মাত্র **৫% বিচারক তফসিলি উপজাতি এবং ১৪% তফসিলি জাতিভুক্ত থেকে এসেছেন।** ২০১৮ সাল থেকে নিযুক্ত ৬৯৮ জন হাইকোর্টের বিচারপতির মধ্যে মাত্র **৩৭ জন বিচারক তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি বিভাগের।**

লিঙ্গ: বৈচিত্র্যের উপর বর্ধিত মনোনিবেশ করার সাথে সাথে, **পুলিশে মহিলাদের অংশ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১২% হয়েছে,** তবে, **অফিসার পর্যায়ে, এটি মাত্র ৮% এ স্থবির রয়েছে। মোট মহিলা পুলিশ বাহিনীর ৮৯% শুধুমাত্র কনস্টেবল পদেই** রয়েছে।

জেলা আদালতে মহিলা বিচারকের সংখ্যাও বেশি (৩৮%), যেখানে **হাইকোর্ট (১৪%) এবং সুপ্রিম কোর্ট (৬%)।** বর্তমানে, **২৫টি হাইকোর্টে মাত্র একজন মহিলা প্রধান বিচারপতি রয়েছেন।**

ন্যায়বিচারের জন্য বাজেট:

আইনি সহায়তার জন্য মাথাপিছু ব্যয় **৭ টাকায় পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছে,** যেখানে পুলিশের ব্যয় **৬ বছরে ৫৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, জাতীয় গড় ব্যয় এখন ১৩০০ টাকার কাছাকাছি।** তবে প্রশিক্ষণের ব্যয় অবশ্য অত্যন্ত কম রয়ে গেছে, **পুলিশ বাজেটে প্রশিক্ষণ বাজেটের জাতীয় গড় অংশ ১.২৫%।**

- **আইনি সহায়তা:** আইনি সহায়তার জন্য জাতীয় মাথাপিছু ব্যয় বছরে মাত্র **৬.৪৬ টাকা**
- **কারাগার:** কারাগারে জাতীয় মাথাপিছু ব্যয় **৫৭ টাকা।** ২০২২-২৩ সালে, প্রতি বন্দির জাতীয় গড় ব্যয় ২০২১-২২ সালে ৩৮,০২৮ টাকা থেকে বেড়ে ৪৪,১১০ টাকা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ একজন বন্দির উপর সর্বোচ্চ বার্ষিক ব্যয় ২,৬৭,৬৭৩ টাকা রেকর্ড করেছে।
- **বিচার বিভাগ:** বিচার বিভাগের উপর জাতীয় মাথাপিছু ব্যয় **১৮২ টাকা।** কোনও রাজ্যই বিচার বিভাগের উপর তার মোট বার্ষিক ব্যয়ের এক শতাংশের বেশি ব্যয় করে না।
- **পুলিশ:** পুলিশের উপর জাতীয় মাথাপিছু ব্যয় **১,২৭৫ টাকা** - যা চারটি স্তম্ভের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আইজেআর ২০২৫ তাৎক্ষণিক এবং ভিত্তিগত উভয় সংশোধনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। এতে শূন্যপদগুলি জরুরি ভিত্তিতে পূরণ এবং প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। অপরিবর্তনীয় পরিবর্তন কার্যকর করার জন্য, এটি ন্যায়বিচার বিতরণকে একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা হিসাবে মনোনীত করার আহ্বান জানিয়েছে।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

ভালয় সিং
ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্ট (indiajusticereport.org)
ইমেল: valaysingh@gmail.com
মোবাইল: 9717676026

উৎস:

1. পুলিশ: *পুলিশ সংস্থা ২০২৩ এর তথ্য, ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট*

2. *কারাগার: প্রিজন স্ট্যাটিস্টিকস ইন্ডিয়া* ২০২২, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো

3. বিচার বিভাগ: ২০২৪ এবং ২০২৫- ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ডেটা গ্রিড (এনজেডিজি), কোর্ট নিউজ, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট; ই-কোর্ট সেবা; হাইকোর্ট, বিচার বিভাগের ওয়েবসাইট এবং বার্ষিক প্রতিবেদন

4. আইনি সহায়তা: ২০২৪, ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির পরিসংখ্যান

পরিশিষ্ট ১:

সামগ্রিক জাতীয় ফলাফল: এক নজরে

শূন্যপদ:

জাতীয়ভাবে, বিচার ব্যবস্থায় শূন্যপদগুলি এখানে রয়েছে:

- **পুলিশ:** ২১% (কনস্টেবল); ২৮% (কর্মকর্তা)
- **কারাগার:** ২৮% (কর্মকর্তা), ২৮% (ক্যাডার স্টাফ), ৪৪% (সংশোধনমূলক কর্মী), ৪০% (মেডিকেল স্টাফ), ৪৩% (মেডিকেল অফিসার)
- **বিচার বিভাগ:** ৩৩% (হাইকোর্টের বিচারক), ২১% (জেলা আদালতের বিচারক), ২৭% (হাইকোর্টের কর্মচারী)
- **আইনগত সহায়তা:** ৬% (ডিএলএসএ সেক্রেটারি)

উন্নতি:

- **পুলিশ:** বিহারে কনস্টেবলের সংখ্যা ৩০% থেকে ২৩% এবং কর্ণাটকে অফিসারদের সংখ্যা ১১% থেকে ১.২%
- **কারাগার:** মধ্যপ্রদেশ মেডিকেল অফিসারদের মধ্যে ৭২% থেকে ৩১% এবং উত্তরপ্রদেশ অফিসারদের মধ্যে ৩৬% থেকে ২৫%
- **বিচার বিভাগ:** জেলা আদালতের বিচারকদের মধ্যে পুদুচেরি ৫৮% থেকে ২৮% এবং হাইকোর্টের বিচারকদের মধ্যে ত্রিপুরায় ৪০% থেকে শূন্য।
- **আইনি সহায়তা:** অরুণাচল প্রদেশে ডিএলএসএ সেক্রেটারিদের সংখ্যা ১০০% থেকে শূন্যে

বৈচিত্র্য
তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব:

- **পুলিশে** অংশ: **অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী:** ৩১%, **তপশিলি জাতি:** ১৭%, **তপশিলি উপজাতি:** ১২%
- **বিচার** বিভাগে অংশ: অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী: ২৫.৬%, **তপশিলি জাতি:** ১৪%, **এসটি:** ৫%
- কর্ণাটক একমাত্র রাজ্য যা পুলিশ অফিসার এবং কনস্টেবল উভয় ক্ষেত্রেই তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতিএবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী পদের জন্য ধারাবাহিকভাবে কোটা পূরণ করে।

India Justice Report | 2025

উইমেন ইন দ্য জাস্টিস সিস্টেম: ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্টের ৫ বছরে পরিবর্তন

পুলিশ:

- পুলিশে মহিলাদের সামগ্রিক অংশ ২০১৬ সালে ৭.২৮% থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ১২.৩২% হয়েছে।
- আধিকারিক পর্যায়ে এই হার ৫.৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৯% হয়েছে
- ২০২২ সালে আইপিএস পদে মহিলাদের সংখ্যা: ৯৬০
- ১৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এখনও ১০%এরও কম মহিলা রয়েছেন পুলিশে

বিচার বিভাগ:

- জেলা বিচার বিভাগে মহিলা বিচারকদের সামগ্রিক অংশ ২০১৭ সালে ৩০% থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ৩৮.৩% হয়েছে
- হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে বৃদ্ধির হার ২০১৮ সালের ১১.৪% থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ১৪% হয়েছে

আইনি সহায়তা:

- প্যানেল আইনজীবীদের মধ্যে মহিলাদের অংশ ২০১৮ সালে 18% থেকে বেড়ে 2024 সালে 28% হয়েছে
- মহিলা প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবকদের অংশ ২০১৯ সালে ৩৬% থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে ৪২% হয়েছে

কাজের চাপ

- **বিচার বিভাগ:**

বিচারাধীন মামলা: কর্ণাটক, মণিপুর, মেঘালয়, সিকিম এবং ত্রিপুরা বাদে, **প্রতি দুটি মামলার একটি করে মামলা তিন বছরের বেশি সময় ধরে ঝুলে রয়েছে হাইকোর্টে।** জেলা আদালতগুলিতে, আন্দামান ও নিকোবর, অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, গোয়া, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, ওড়িশা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে **তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন সমস্ত মামলার ৪০% এরও বেশি** রেকর্ড করা হয়েছে।

- **পুলিশ:**

সিভিল পুলিশ প্রতি জনসংখ্যা: জাতীয়ভাবে, ১ জন সিভিল পুলিশ কর্মী ৮৩১ জনের জন্য উপলব্ধ

- **কারাগার:**

মেডিকেল অফিসার: ভারতে ৫৭৩,২২০ জন কারাগারে বন্দির জন্য মাত্র ৭৪০ জন মেডিকেল অফিসার রয়েছেন। এর অর্থ হল, ৭৭৫ জন বন্দির জন্য গড়ে একজন চিকিৎসক। সমস্ত কারাগারে মাত্র ২৫ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আছেন।

পরিকাঠামো

- **সিসিটিভি:** প্রায় ১৭% থানায় একটিও সিসিটিভি নেই। ১০টি থানার মধ্যে প্রায় তিনটিতে মহিলা হেল্প ডেস্ক নেই।

- **বন্দিসংখ্যা:** ৫৬% (৭২৪টি কারাগার) ১০০% ধারণক্ষমতার বেশিতে চলছে, যার মধ্যে প্রায় ২০% (২৬২টি কারাগার) ধারণক্ষমতার হার ১৫০%-২৫০% এর মধ্যে। **দেশের ১৭৬টি কারাগারে ধারণক্ষমতার হার ২০০% এরও বেশি।**

- **বিচারাধীন:** অরুণাচল প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ বাদে, সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিচারাধীন বন্দিদের সংখ্যা ৬০% ছাড়িয়ে গেছে। দিল্লির কারাগারে বিচারাধীন বন্দিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যেখানে ৯১% বিচারাধীন বন্দি জনগোষ্ঠী রয়েছে।